যুগান্তর

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

17 Repor

সরকারি মেডিকেল কলেজে আর সরাসরি লেকচারার নিয়োগ নয়

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

সরকারি মেডিকেল কলেজে লেকচারার পদে সরাসরি নিয়োগ আর নয়। এখন থেকে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ইচ্ছুক চিকিৎসকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করা হবে। তাদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই)। যোগ্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল থেকে যথাক্রম অনুসারে বিভিন্ন কলেজে তাদের পদায়ন করা হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মনে করছে এর ফলে লেকচারার নিয়োগে তদবিরবাজি বন্ধ হবে। এই প্যানেল প্রথা আগেও ছিল। স্বাস্থ্য অধিদফতর তা আবার চালু করছে। ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে সরাসরি লেকচারার পদে নিয়োগ সুপারিশ বাতিল করা হয়েছে। খুব শিগগিরই দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে অর্ধশত শূন্য লেকচারার পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। সূত্র জানায়, মেডিকেল কলেজে এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, ফরেনসিক মেডিসিন মৌলিক বিষয়। সাধারণত প্রভাষকরা মৌলিক এসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে থাকেন। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা এর আগে এ বিষয়ে পড়াশোনাই করেননি, তারাও নিয়োগ পেয়েছেন। প্যাথলজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন এমন একজনকে এনাটমির, এনাটমির চিকিৎসককে বায়োকেমিস্ট্রির লেকচারার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মেডিকেল কলেজে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে। এখন থেকে প্রার্থীকে যে কোন সরকারি চিকিৎসালয়ে দুই বছরের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। লেকচারার পদে নিয়োগের দুই বছরের মধ্যে ওই চিকিৎসক পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স করতে পারবেন না। অভিযোগ রয়েছে, গত এক দশকে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে রাজনৈতিক তদবিরে অধিকাংশ লেকচারার নিয়োগ পেয়েছেন। দলীয়পন্থী চিকিৎসক নেতারা গোপনে পছন্দের দলীয় প্রার্থীদের তালিকা স্বাস্থ্য অধিদফতরে পাঠিয়ে দিতেন। তাদের তালিকা অনুযায়ী নিয়োগপত্র তৈরি হতো। অধিদফতরের কোন কর্মকর্তার কেউ অবাধ্য হলে তাকে শাস্তিস্বরূপ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করে দেয়া হতো।

খুব শিগগিরই দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে অর্ধশত শূন্য লেকচারার পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে